সংবাদ

তারিখ : 11 JUL 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ......

৬ জুলাই বিজি প্রেস থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস করে : মূল হোতাসহ ৫ জনকে পুলিশ খুঁজছে

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

রংপুরে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ৮ জনকে পুলিশ রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদে তারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে। সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র গত ৬ জুলাই বিজি প্রেস থেকেই ফাঁস করা হয়েছে বলে পুলিশ প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে নিশ্চিত হয়েছে। এই চক্রের সঙ্গে জড়িত মূল হোতা আতিকসহ ৫ জনকে পুলিশ খুঁজছে। এর মধ্যে গত শুক্রবার রাতেই দেশের বিভিন্ন স্থানে কয়েকজনের বাসায় পুলিশ তল্লাশি চালিয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার খবর জানতে পেরে তারা বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ায় তাদের গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি।

স্কুল শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার ৯ জুলাই দেশব্যাপী সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা নেয়ার কথা ছিল। ওই পরীক্ষার আগে গত বৃহস্পতিবার একটি চক্রের প্রশ্নপত্র ফাঁসের সূত্র ধরে একটি বিনোদন কেন্দ্রের আবাসিক হল থেকে ১৬২ জন পরীক্ষার্থীসহ প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে ৫ দালালকে গ্রেফতার করা হয়। এ বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানার পর বৃহস্পতিবার রাতেই ওই পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করে। এ

খুঁজছে : পৃষ্ঠা : ৯ ক :

খুঁজছে : পুলিশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতেই গঙ্গাচড়া থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। ওই মামলায় ১৬৭ জনকে গ্রেফতার দেখিয়ে ৮ জনকে ৭ দিনের পুলিশি রিমান্ডে নেয়ার জন্য গত শুক্রবার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলার তদন্তকারী গোয়েন্দা পুলিশের কর্মকর্তা মাসুদ রানা আবেদন জানান। আদালতের বিচারক খন্দকার এটিএম তোফায়েল আহমেদ রিমান্ড শুনানি শেষে ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। রিমান্ডের প্রথম দিনই ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদে ওই প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার সব তথ্যই গ্রেফতারকৃতরা পুলিশের কাছে অকপটে স্বীকার করেছে। তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী বিজি প্রেসের কম্পোজিটর শহীদুল ইসলাম ও গঙ্গাচড়া উপজেলার খলেয়া ইউনিয়নের আতিকুল ইসলাম নামে এক যুবককে খুঁজছে। শহীদুল ইসলামের কাছ থেকেই ২৫ লাখ টাকার বিনিময়ে গ্রেফতারকৃত লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী থানার দক্ষিণবালা পাড়া গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে এটিএম মোস্তফা ও রংপুর শহরের মুলাটোল আমতলা এলাকার জিন্নার আলীর ছেলে হামিদুল ইসলাম ওই প্রশ্নপত্র ক্রয় করে। তাদের মধ্যে মোস্তফা সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিজি প্রেসের প্রুফ রিডার এবং হামিদুল সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের মুদ্রণ শাখার কর্মচারী। তাদের এই প্রশ্নপত্র ফাঁস ঘটনার সঙ্গে জড়িত রয়েছে গঙ্গাচড়া উপজেলার আতিকুল ইসলাম। পুলিশ আতিকুলের বিস্তারিত তথ্য এখনও জানতে পারেনি। তবে তার খোঁজে বিশেষ গোয়েন্দা দল কাজ করছে। গতকাল শনিবার রাতে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে রংপুর পুলিশ সুপার সালেহ মোহাম্মদ তানভীর এসব তথ্য জানান। মামলার এজাহার সূত্রে ও গ্রেফতারকৃত পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে জানা গেছে, ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র দিয়ে ওই দালাল চক্রটি গত বৃহস্পতিবার বিকেলে রংপুর শহর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে ড্রিম জগৎ বিনোদন কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের জড়ো করে ওই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতিমূলক মহড়ার আয়োজন করে। এজন্য ওই বিনোদন কেন্দ্রের ড্রিম প্যালেসের রেস্ট হাউজ ও হল রুম ভাড়া নেয়া হয়। সেখানে দুপুরের খাবারের জন্য ৩শ' জন পরীক্ষার্থীর খাবার প্রস্তুত করার অর্ডার দেয়া হয়েছিল। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের সেখানে গোপনে আসতে বলা হয়। যারা ওই চক্রের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে- এমন ১৬২ জন পরীক্ষার্থী ওইদিন সকাল ৬টার মধ্যেই গোপন পরীক্ষা কেন্দ্রে আসে। এই প্রশ্নপত্রের জন্য পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে গড়ে দেড় লাখ টাকা থেকে আড়াই লাখ টাকা পর্যন্ত নেয়া হয়। সেখানে মূল প্রশ্নপত্র কপি করার জন্য ফটোস্ট্যাট মেশিন নিয়ে আসা হয়েছিল। সব পরীক্ষার্থী আসার পর ১৬২ জন পরীক্ষার্থীকে প্রশ্নপত্র ফটোকপি করে ওই প্রশ্নপত্র অনুযায়ী মুখস্থ করে সেখানে পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল। এ সময় পুলিশের একটি টিম ওই বিনোদন কেন্দ্রের আবাসিক হলে হানা দিয়ে প্রশ্নপত্র, ফটোস্ট্যাট মেশিনসহ ১৬২ পরীক্ষার্থীকে আটক করে। এদের কাছ থেকে তথ্য পেয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস ও এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকেই ৫ জনকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত যাদের রিমান্ড মঞ্জুর করেন তারা হলেন- এটিএম মোস্তফা, হামিদুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম, আবুল বাশার, মাসুম বিল্লাহ, ফিরাদুল হক, তাসমিন-উল-ইসলাম ও লিটন চন্দ্র দাস। এর মধ্যে আবুল বাশার পটুয়াখালী জেলার সহকারী শিক্ষা অফিসার ও ফিরাদুল হক ঢাকার তেজগাঁও শাখার সমাজসেবা কর্মকর্তা। তাদের ওই প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ততা রয়েছে কি না- পুলিশ রিমান্ডে থাকা গ্রেফতারকৃতদের তথ্য অনুযায়ী নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা চলছে। যাদের জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে তাদের আরও অনেকেই এই ঘটনায় সরাসরি জড়িত থাকতে পারে বলে পুলিশ ধারণা করছে। কারণ অনেকেই পুলিশকে দেয়া প্রাথমিক তথ্যে তাদের পেশাগত পরিচয় গোপন রেখে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছে। তাই কারাগার থেকে নতুন করে আরও একাধিক ব্যক্তিকে রিমান্ডে নেয়া হতে পারে- এমন আভাস দিয়েছেন পুলিশের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে রিমান্ডে থাকা সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রিন্টিং শাখা ও বিজি প্রেসের ২ কর্মচারী এটিএম মোস্তফা ও হামিদুল ইসলাম পুলিশকে নিশ্চিত করেছে, চলতি মাসের ৬ জুলাই তারা প্রশ্নপত্রটি বিজি প্রেসের শহীদুলের কাছ থেকে ২৫ লাখ টাকায় ক্রয় করে।